মঞ্চসংবাদ - ২

সদস্য, সহযোগীবন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য
জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

দাঙ্গাপীড়িতের পাশে

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কলঙ্কময় ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতার ও আসেপাশের কয়েকটি অঞ্চলে সংগঠিত দাঙ্গায় বিপর্যস্ত মানুষদের কাছে সাধ্যমতো ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে পূর্ব কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের উদ্যোগে জরুরি ভিত্তিতে গঠিত হয় 'দাঙ্গাপীড়িতদের সহায়তা কমিটি, পূর্ব কোলকাতা'। মঞ্চসদস্যরা এই কমিটির কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৩ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির মাঝ পর্যন্ত এই ত্রাণসামগ্রি ও অর্থ সংগ্রহ এবং ভুক্তভোগীদের মধ্যে ত্রাণের কাজ চলে।

বইমেলায় মঞ্চ

সদ্য সমাপ্ত কলকাতা বইমেলায় মঞ্চ এবারই প্রথম অংশ নেয়। সাফল্য আশাতীত। লিটল ম্যাগাজিনের জন্য নির্দিষ্ট টেবিলের একটিতে মঞ্চ সদস্যরা মঞ্চের প্রকাশনাগুলি সাজিয়ে বসেছিলেন। মঞ্চ প্রকাশিত 'কলকাতার দাঙ্গা একটি সমীক্ষা' মেলায় দারুণ সাড়া জাগায়। অন্য উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল 'পাবলিক সেক্টর', Against the Wall, 'আক্রান্ত শ্রমিক'। এ ছাড়াও মঞ্চের ৭টি ক্ষুদ্র প্রকাশনা একত্রে একটি প্যাকেটে ১০ টাকায় বিক্রির বন্দোবস্ত ছিল। এরও ১০০ প্যাকেট বিক্রি হয়। মোট ৬৫০০ টাকার বই বিক্রি হয়। বহু নতুন ব্যক্তি সহযোগীবন্ধু হন। মঞ্চের টেবিলকে ঘিরে প্রাণবন্ত আড্ডা বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল।

The most popular book sold in thousands at the Calcutta Book Fair: Riots in Calcutta by Nagarik Mancha.

আমন্ত্রণ

- ৩০-৩১ জানুয়ারি শিলিগুড়ি বঙ্গভবনে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় অল বেঙ্গল সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভস্ ইউনিয়নের অষ্টাদশ বার্ষিক সম্মেলন।
- ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি আসানসোল সিভিল রাইটস্ অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ে এক আলোচনায় অংশ নেন শ্রী এ কে রায়, শ্রীসুনীল বসু রায় ও অন্যান্য বক্তারা।
- ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি লক্ষ্ণৌয় অনুষ্ঠিত হয় পিপলস্ অ্যাকশন ফর সেকুলারিজমের আহ্বানে এক সর্বভারতীয় সম্মেলন। মঞ্চের চারজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নেন। 'কলকাতার দাঙ্গা একটি সমীক্ষা'র ইংরেজি তর্জমা সম্মেলনে বিক্রি করা হয়।

জনস্বার্থে মামলা

মুদিয়ালি মৎসজীবী সমবায়ের প্রকৃতি উদ্যান ও জলাশয় সংরক্ষণ এবং মৎসজীবীদের জীবিকার নিরাপত্তা দাবি করে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুযায়ী নাগরিক মঞ্চের তরফে ড. অজিত নারায়ণ বসু হাইকোর্টে বিচারপতি তরুণকুমার চ্যাটার্জীর আদালতে এক মামলা দায়ের করেছেন। ১ মার্চ মূল মামলা 'CPT বনাম মুদিয়ালি মৎসজীবী সমবায় সমিতি'-তে যুক্ত হতে চেয়েই মঞ্চের পক্ষ থেকে আদালতে আবেদন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ ই এস আই

- ই এস আই সি (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ইএস আই) ১৫ ফেব্রুয়ারি ৯৩ থেকে ১৪ মার্চ ৯৩ নিরাপত্তা মাস হিসাবে ঘোষণা করেছে। এই সময় সমস্ত বকেয়া দাবির দ্রুত নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ই এস আই (পশ্চিমবঙ্গ) ২৫ জানুয়ারি ৯৩ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ৯৩ 'ইএস আই মাস' হিসাবে পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল, যদিও তারা তা শ্রমিকদের জানিয়েছে ১৮ ফেব্রুয়ারি। এই কর্মসূচী অনুসারে ইএস আই ডাক্তারবাবুদের ই এস আই হাসপাতাল এবং ক্ষেত্রবিশেষে সরাসরি কারখানার অভ্যন্তরে গিয়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিস্তৃত কর্মসূচীতে অংশ নেওয়ার কথা ছিল।
- চিকিৎসা খরচ ফেরত পাবার নতুন ব্যবস্থা: চিকিৎসা খরচ ফেরত পাবার দরখাস্তের ছাপানো ফর্ম ইএস আই-এর অধীন সার্ভিস ডিসপেনসারীগুলিতে পাওয়া যাবে। এই সার্ভিস ডিসপেনসারিগুলির তালিকা এরকম:

সার্ভিস ডিসপেনসারি	অঞ্চল
১. কল্যাণী	নদীয়া - ১ম ২য়, ৩য়
২. কাঁচরাপাড়া	অংশ - ৭
৩. ব্যারাকপুর	অংশ - ৪, ৫
৪. টিটাগড়	অংশ - ৪
৫. খড়দা	অংশ - ৩, ৪
৬. দমদম ক্যান্ট.	অংশ - ২, ১১, ১৪, ১৫ এবং ১৬
৭. বরানগর	অংশ - ১, ৩
৮. গড়িয়া	অংশ - ১২
৯. বেহালা	অংশ - ১০, কলকাতা - ১৮, ১৬
১০. আমতলা	অংশ - ১৩ ও ১২
১১. মুন্সি	অংশ - ৯
১২. বজবেজ	অংশ - ৯
১৩. বিড়লাপুর	অংশ - ৯
১৪. বেলেঘাটা	কলকাতার সমস্ত অঞ্চল
১৫. ব্যান্ডেল	হুগলী - ৬, ৭, ৯
১৬. গৌড়হাটি	হুগলী - ৫ ও ৬
১৭. শ্রীরামপুর	হুগলী - ১, ২, ৩, ৪, ৮, ১০ ও ১১
১৮. বেলুড়	হাওড়া - ৫
১৯. লিলুয়া	হাওড়া - ৪ ও ৫
২০. এইচ আই টি স্টল	হাওড়া - ১, ৩, ১৪ ও ১৫
২১. বালতিকুড়ি	হাওড়া - ১, ২, ১০ ও ১৫
২২. উলুবেড়িয়া	হাওড়া - ৮, ৭, ৯, ১৩, ১৯, ২৩, ২৪
২৩. সাঁকরাইল	হাওড়া - ৬.৭
২৪. হলদিয়া	শুধুমাত্র হলদিয়া এলাকা
২৫. গার্ডেনরিচ	অংশ - ৮
২৬. নৈহাটি	অংশ - ৬ ও ৭

ই এস আই-এর আওতাভুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট সার্ভিস ডিসপেনসারিতে দরখাস্তের ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন তাঁদের রসিদ দেওয়া হবে। এবং তাঁরা কবে নাগাদ কলকাতার হেড অফিসে গেলে চিকিৎসা খরচ ফেরত পাবেন, তাও সার্ভিস ডিসপেনসারিতে তাঁরা জানতে পারবেন। অর্থাৎ জেলাতেই এই ব্যবস্থা চালু করার দাবি এখনো অপূর্ণ থেকে গেল।

"পেটের কারণে...

- গ্রামের স্কুলবাড়িটি সারাতে হবে এবং মাষ্টারমশাইদের নিয়মিত ক্লাশ নিতে হবে;
- হাসপাতাল ও পঞ্চায়েত ভবনটি সারাতে হবে;
- গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যেসব সরকারি জমি দখল করে রেখেছেন তা মুক্ত করতে হবে,
- সেচব্যবস্থার উন্নতিসাধন করতে হবে;
- হরিজনদের রেশনদোকানের লাইসেন্স দিতে হবে।

এইসব দাবিতে বিহারের নবাদা জেলার হিসুয়া ব্লকের কাইথের গ্রামের অধিবাসী সিতারাম সিং ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর ৫৯ দিন অনশনের পর মৃত্যু বরণ করেছেন।
[গাঁয়ের কথা: ১৫. ১২. ৯২]

টমকো ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মাত্র ১৫জন অস্থায়ী শ্রমিকের বিপুল জয় !

কল্যাণীস্থিত রুগ্ন কারখানা 'কল্যাণী সোপ ওয়ার্কস্' টমকো ও ডব্লু বি আই ডি সি-র যৌথ উদ্যোগে চালু হলে টমকো কর্তৃপক্ষ তাদের পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র কারখানা কলকাতার মানিকতলা মোগোপাড্যানের প্যাকে অবস্থিত সাবান কারখানাটি এই যৌথ উদ্যোগের সঙ্গে জুড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। সেইমতো মানিকতলা কারখানার ৩৭০ জন স্থায়ী শ্রমিকের ১৪০ জন স্বেচ্ছা-অবসর নেয় এবং বাকীরা গত বছর ৮ মে বিনা প্রতিবাদে যোগ দেয় কল্যাণী সোপ ওয়ার্কসে। বেঁকে দাঁড়ায় ১৫ জন অস্থায়ী শ্রমিক – টমকো তাদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। কারণ তাঁরা নাকি 'ঠিকাদার শ্রমিক'। অস্থায়ী শ্রমিকদের ইউনিয়ন 'টমকো সেলস অফিস গোডাউন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' কারখানার গেটে অবস্থান শুরু করে, মালপত্র আটকে দেয় এবং রাজ্য শ্রম দপ্তরের দ্বারস্থ হয়। রাজ্য সরকার কেসটিকে ট্রাইবুনালের কাছে পাঠালে টমকো কর্তৃপক্ষ ঠিকাদার শ্রমিকরা ট্রাইবুনালের আওতাভুক্ত নয় এই মর্মে হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। শ্রমিকরাও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগে মামলা করে যে সরকার টমকোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যাওয়ার ফলেই তাঁদের চাকরি গেছে অথচ সেই সরকারই তাদের কেসটি ট্রাইবুনালে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে, স্থানীয় মানুষদের সহায়তায় তারা বিক্ষোভ আন্দোলন চালিয়ে যান। কল্যাণী সোপ ওয়ার্কস্-এর অফিসেও ঘেরাও বিক্ষোভ দেখানো হয়। টমকো শ্রমিকদের সর্বভারতীয় ফেডারেশন অস্থায়ী শ্রমিকদের পক্ষে দাঁড়ায়। অবশেষে ২২ ফেব্রুয়ারি টমকো কর্তৃপক্ষ সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে : ৯৪-র ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই ১৫ জন কল্যাণীতেই স্থায়ী শ্রমিকরূপে নিয়োগপত্র পাবেন এবং মধ্যবর্তী সময়ে অস্থায়ীরূপে তাঁরা পাহারা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ দেখবেন এই মৌখিক প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেছে। □□□

টিটাগড় রহস্য

■ গৌরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কার সঙ্গে কথা হয়েছে, তিন মাসের মধ্যে মিল খুলবে — সাংসদ তড়িৎ তোপদার, ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় টিটাগড়ের গেট মিটিংএ।

■ টিটাগড় পেপার মিলের ৩নং ইউনিটটি ওড়িশা সরকার ক্রয় করে চালাবেন এবং এই বাবদ ১০ কোটি টাকা দেবেন। পুরীতে থাকাকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়েকের সঙ্গে কথা বলবেন।
[গণশক্তি ৩.২.৯০]

■ টিটাগড় পেপার মিল শীঘ্রই খুলবে – জ্যোতি বসু
[গণশক্তি ২৯.৭.৯০]

■ প্রথমে প্রচার করা হলো আমার জেদাজেদির জন্য মিল খুলছে না। আবার যখন মিল খুললো তখন বলা হলো আমার জন্যে দেরিতে মিল খুলছে – তড়িৎ তোপদার
[গণশক্তি ৮.১.৯১]

■ বি আই এফ আর কর্তৃক মিলটি চিরতরে তুলে দেবার নির্দিষ্ট সময়সীমার (জুন ৯২) পর রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে – ৪ কোটি টাকার বিক্রয় কর মুকুবের যে কথা ছিল, রাজ্যের বিক্রয় কর বিভাগ জানিয়েছে এই মুকুব করার সরকারি নির্দেশ আইনসিদ্ধ নয়।
[বিজনেস্ স্ট্যান্ডার্ড ২০.৩.৯২]

■ জ্যোতি বসু ও অসীম দাশগুপ্ত জানিয়েছেন মিল খোলার ব্যাপারে আই টি সি-র সঙ্গে কথা হচ্ছে।

■ ওড়িশার চৌদুয়ার মিলটি রাজ্য সরকার বন্ধ থাকাকালীন ১০ কোটি টাকায় কিনে নিয়ে এক শিল্পপতিকে পরিচালনভার দিয়ে চালু করেছেন গত ছয় মাস আগে।

■ টিটাগড় ইউনিট নং ১ নভেম্বর ১৯৮৫ তে বন্ধ হয়েছে এখনো খোলে নি। টিটাগড় ইউনিট নং ২ (কাঁকিনাড়া) জানুয়ারি

রাজ্য সরকারের ন্যাশনাল ট্যানারি খোলেনি, আরও মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্য সরকার দখল নেওয়ার পরও দু'মাসের মধ্যে ন্যাশনাল ট্যানারি খোলেনি। উপরন্তু এই দু'মাসে আরও একজন শ্রমিক অনাহারের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছেন এবং কমপক্ষে আরও ছ'জন অনাহারে, অপুষ্টি আর রোগে ভুগে মারা গেছেন। উল্লেখ্য, হাইকোর্টের আদেশে '৯২ সালের ২০ নভেম্বর রাজ্য সরকার ন্যাশনাল ট্যানারি হাতে নেয়। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেও কারখানার দরজা খোলেনি। শ্রমিকরাও তাঁদের কাজ ফিরে পাননি। এক বিবৃতিতে বন্ধ কলকারখানা খোলার ব্যাপারে শ্রমিক সহায়ক 'নাগরিক মঞ্চে'র মুখপাত্র নব দত্ত একথা জানিয়েছেন।

সরকার ন্যাশনাল ট্যানারি হাতে নেওয়ার পর কারখানা না খোলায় যিনি আত্মহত্যা করেছেন তাঁর নাম যোগিন্দর রাম। অন্য মৃত শ্রমিকদের নাম চৈতন্য দলুই, নন্দ পাইন, অরুণ চ্যাটার্জি, বিশুণিরাম এবং চন্দর রাম।

নাগরিক মঞ্চ দাবি করেছে, কারখানার কাজ অবিলম্বে চালু করা হোক এবং শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সাহায্য বাবদ কিছু অর্থ দেওয়া হোক। ১৫ দিনের মধ্যে এই দাবি না মানা হলে শ্রমিকরা পরিবার পরিজন নিয়ে রাস্তায় বসা শুরু করবে বলে জানানো হয়েছে।

[বর্তমান ২২ জানুয়ারি ১৯৯৩]

এর প্রস্তাবিত পুনরুজ্জীবন প্রকল্প অনুসারে মিল চালু হলে ১০ বছরে উৎপাদন শুল্ক বাবদ সৃষ্টি হবে ১৪০ কোটি টাকা। বিক্রয় কর বাবদ পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা সরকার পাবে যথাক্রমে ২৪ ও ১০ কোটি টাকা। যে টাকা অর্থ অর্থলগ্নী সংস্থা, ব্যাংক ও রাজ্য সরকার ভরতুকি ও সুদের ছাড়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ হবে, তা শুধুমাত্র বিক্রয় কর ও উৎপাদন শুল্ক বাবদ ফেরত এসেই হয়ে যাবে। বাঁচবে প্রায় ৩৫০০ শ্রমিক। □□□

মেটালবক্স ও দুই রাজ্য সরকার

৮০০ শ্রমিকের কারখানা মাদ্রাজের মেটালবক্স ইউনিটটি পুনঃখুলে গত অক্টোবরে ফের বন্ধ হলে আম্মানেত্রী জয়ললিতার সরকার কর্তৃপক্ষের এই বন্ধ রাখাকে শিল্পবিরোধ আইন (তামিলনাড়ু সংশোধনী ১৯৮২)-এর ১০বি ধারায় বে-আইনী ঘোষণা করেছেন। আর পশ্চিমবঙ্গের ইউনিটগুলি (পাঁচ বছর পরে গত ডিসেম্বরে খোলার কথা ছিল) খোলার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ৫ বছরের জন্য বিক্রয়কেন্দ্র হিসাবে দেবার অনুরোধ করলে বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তাতে সন্তোষজনক সাড়া দিয়েছেন। বি আই এফ আর-এ শ্রমিকদের স্বেচ্ছা-অবসরের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ হিসাবে সমস্ত ভাতা সহ ২০ দিনের বেতন দেবার প্রস্তাব রেখেছেন। শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলি ৪৫ দিনের দাবি থেকে ৩০ দিনে নেমে এসেছে।
[ইকনমিক টাইমস ২৫-২৬-২৭ ডিসেম্বর]

□□□

পুরোহিত আইআর বি আই ও ইন্দোজাপান

ইন্দোজাপান স্টীল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন বি আই এফ আর-এ যৌথ পরিচালনার যে প্রস্তাব জমা দিয়েছিল, অর্থসংস্থা IRBI তাতে বাধ সেধেছেন। কারণ তাতে অর্থ সংস্থা ও ব্যাংকের কাছে কোনো ঋণ চাওয়া হয় নি। শুধুমাত্র পূর্বতন ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে একটা সময়সীমা প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত যৌথ পরিচালনার প্রস্তাব মতো কারখানাটি চলছে এবং আসল না হলেও সুদ পরিশোধ করছে। IRBI থাকতে, এককভাবে আবেদনকারী শ্রমিকরা রুগ্নতার দাওয়াই বাতলাবেন, তা কখনো মানা যায়! কাজেই IRBI নানা ভিত্তিহীন আপত্তির প্রতিবন্ধকতা খাড়া করেছেন। ইউনিয়ন তাদের বক্তব্য জানিয়ে IRBI কে দুটি দীর্ঘ চিঠি দিয়েছেন [১২.১.৯৩ ও ২৩.২.৯৩]। □□□

আবার আক্রান্ত পূর্ব কলকাতার জলাভূমি

৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে বেলেঘাটা মেন রোড ও ইস্টার্ন বাইপাসের সংযোগস্থলের ঠিক পূর্বদিকে দক্ষিণ বিধাননগর থানার শান্তিনগর, বাসন্তীনগর, টাপরীঘাটা অঞ্চলে সি পি এম ও কংগ্রেসের মদতপুষ্ট দুদলে সমাজবিরোধীর সংঘর্ষে জলা শ্রমিকদের প্রায় ৩৫ ঘর পুড়ে যায়, টাকা পয়সা লুটপাট হয়। শুধুমাত্র পরনের কাপড় সম্বল করে শতাধিক মানুষ নাওভাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। CPM-কং শান্তি কমিটি মিটিং করে তাদের স্কুল ছেড়ে যেতে বলে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ৩৭টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষ থেকে দ. বিধাননগর থানার ও সি-র কাছে আবেদন করা হয়েছে শান্তিতে মাথা গোঁজার দাবি জানিয়ে। আবেদনকারীদের ২০ জন মুসলিম বাকি ১৭ হিন্দু। প্রসঙ্গত, এ বছর জানুয়ারিতে পূর্ব কলকাতায় 'ব্যক্তি মালিকানাধীন' ২৮০০ একর জলা সরকার খাস করে নেয়। তার পর থেকেই কাঁচা পয়সার মৃগয়াক্ষেত্রে দখল নিতে সি পি এম ও কং মস্তান মাফিয়াদের মধ্যে নতুন করে লড়াই শুরু হয়। □□□

ক্যালকাটা হোলসেল মেডিসিন ডিলার্স এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশনের

২০তম বার্ষিক সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারি মৌলালী যুবকেন্দ্রে। □□□

মঞ্চের কয়েকটি আগামী প্রকাশনা

- বি আই এফ আর [পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত]
- Role of IRBI in Eastern India : A Fact sheet
- পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও শিল্পশ্রমিক [বার্ষিক প্রতিবেদন]